**ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২০ ফাল্গুন ১৪১৬, ০৪ মার্চ ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ,

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০ - এ উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের স্বাধীনতার মাস মার্চ মাস। এই মাসে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার এই আয়োজন ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের পথে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

সরকারি সেবাকে দ্রুত, সহজভাবে ও স্বল্পমূল্যে মানুষের দোরগোড়ায় যাতে পৌঁছে দেয়া যায় সে লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ যে উদ্যোগ নিয়েছে তা জনগণের সামনে তুলে ধরাই এই মেলার উদ্দেশ্য।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিল পরিশোধ, ঘরে বসে রেলের টিকিট কেনা, গ্রামে বসে উপজেলার ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়া, মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মান উন্নয়ন, ইউনিয়ন পরিষদে ইন্টারনেট থেকে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সেবা, এরকম প্রচুর উদ্ভাবন স্থান পাচ্ছে এই মেলায়।

সেবামূলক কর্মকান্ডে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে এ ধরনের মেলার আয়োজন আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে।

নির্বাচনের আগে আমরা একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানের অঙ্গীকার করেছিলাম। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্যই আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দিনবদলের হাতিয়ার হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি তথ্যপ্রযুক্তিকে। আর সেজন্যই ডিজিটাল বাংলাদেশ। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা প্রশাসনের সকল সত্মরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে চাই।

আমাদের সরকার জনগণের সরকার। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা যে কোন মূল্যে এ লক্ষ্য অর্জন করতে চাই।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পটির চারটি উপাদানকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

এগুলো হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারের কর্মকান্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

এই চারটি উপাদানের যোগসূত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁদের কাছে সেবা নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অঙ্গীকার।

আর সেজন্য সরকারের প্রশাসন ও সেবা খাতে যাঁরা কাজ করছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের সবাইকে নুতন করে ভাবতে হবে। উদ্ভাবন করতে হবে কীভাবে, কোন পথে আমাদের ১৫ কোটি মানুষের সেবা নিশ্চিত করা যায়। আমরা চাই জনগণ সেবার জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে না বরং সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

জনগণ যাতে সহজে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি সেবা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি, এ ধরনের ডিজিটাল সেবা এবং ওয়েব-সাইট এই মেলায় অগ্রাধিকার পেয়েছে ।

পাশাপাশি, আমাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কীভাবে সরকারি সেবা প্রদানে বেসরকারি খাতকে কাজে লাগানো যায় তা ভেবে দেখতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োজন আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। আমি আশা করি এই ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা প্রতিটি স্তরের সরকারি অংশগ্রহণকারীদের জন্য ভূমিকা রাখবে। আর বেসরকারি অংশগ্রহণকারীদের জন্য রাখবে সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে জনগণকে সেবা প্রদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টির সুযোগ।

            ‘ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০' এ সরকারের বিভিন্ন সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানে দেশের আপামর জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রযুক্তি-নির্ভর প্রচেষ্টাকে তুলে ধরবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমি খুশি হব যদি এরকম ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে করা যায় এবং তা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

সূধিবৃন্দ,

            ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করতে ও সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।

আমি আশাবাদী পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং জ্ঞানের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এ মেলা একটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এ মেলার আয়োজক আমাদের কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও বিজ্ঞান এবং আইসিটি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। একইসঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আমাদের এই প্রচেষ্টায় সাথী হওয়ায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) কেও ধন্যবাদ জানাই।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, আমরা ইতোমধ্যেই ICT ACT 2009 প্রণয়ন করেছি এবং ICT Policy 2009 অনুমোদন দিয়েছি। সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য নিশ্চিত করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণা সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ রেখেই তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

            ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সঙ্গে টেলিযোগাযোগের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। এজন্য গ্রামাঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সকল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০০ টি ইউনিয়ন পরিষদকে ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে আরও এক হাজার ইউনিয়ন পরিষদকে ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগের আওতায় নিয়ে আসা হবে। পর্যায়ক্রমে সব ইউনিয়ন পরিষদকে এর আওতায় আনা হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরির জন্য মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় সিলেবাসভুক্ত করা হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় দেড় হাজার ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১২৮টি উপজেলায় ইতোমধ্যে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং অন্য সকল উপজেলাতেও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে। দেশের ৫টি উপজেলায় "Community E-Center" স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলাতেই "Community E-Center" স্থাপন করা হবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৮ হাজার ৫০০টি পোস্ট অফিসে "e-Center for rural community" স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইটসমূহ তৈরি করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৭টি বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে মন্ত্রিপরিষদ ও ৬৪টি জেলা প্রশাসক এবং ৭টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর Video Conference সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

তিন পার্বত্য জেলা তথা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িসহ সারাদেশকে ইতোমধ্যে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

গাজীপুর Hi-Tech Park এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। সমগ্র দেশকে e-Governance এর আওতায় আনার লক্ষ্যে দেশজুড়ে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। Satellite স্থাপনের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আগামী ২০২০ সাল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ইনশাল্লাহ্ ২০২১ সালে আমরা আমাদের কাংখিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। সেই বাংলাদেশ হবে সুখি, সমৃদ্ধ, আধুনিক বাংলাদেশ যেখানে থাকবেনা ক্ষুধা, দারিদ্র আর অশিক্ষার অন্ধকার।

            এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি তিনদিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০ এর শুভ উদ্ভোবন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।